কলকাতা উচ্চ আদালত

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক বিচারক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৩ সালের সি. আর. আর. ৪০৮৫
নাসির আহমেদ খান
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

আবেদনকারীর জন্য

শ্রী সব্যসাচী ব্যানার্জি

শ্রী অয়ন ভট্টাচার্য

শ্রী আনন্দ কেশরী

শ্রী আদিত্য রতন তিওয়ারি

রাজ্যের জন্য

শ্রী অভিষেক সিনহা

শুনানি- ০৩.০৪.২০২৩, ১৩.০৪.২০২৩

রায়- **২২.০৯.২০২৩**

বিচারপতি, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় :-

১. দমদম থানায় ২৪.০১.২০১১ তারিখের মামলা নং ২৭, ২০১১ তারিখের, ভারতীয় দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ধারা ২৬৯/২৭৮/২৮৪/২৮৫/৩৩৬ এবং পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিনির্বাপণ আইনের ধারা ১১সি/১২ এর অধীনে, দমদম থানায় মামলা নং ৫৪২ এর কার্যধারা বাতিলের জন্য তাৎক্ষণিক পুনর্বিবেচনার আবেদন দাখিল করা হয়েছে, যা ব্যারাকপুরের তৃতীয় আদালতের বিজ্ঞ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন।

২. আবেদনকারীর বক্তব্য, এপ্রিল ২০১২ সালে, আবেদনকারী এবং অন্য একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে এই মাননীয় আদালতে একটি আবেদন দাখিল করেছিলেন, যা ২০১২ সালের সি.আর.আর. নং ২০৫০ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল, যখন ৩০.০৯.২০১৩ তারিখের আদেশ অনুসারে, এই মাননীয় আদালত আবেদনকারীকে যথাযথ আবেদন দাখিলের স্বাধীনতা দিয়ে তা নিষ্পত্তি করতে পেরে খুশি হয়েছেন। এই মাননীয় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি অনুসারে, তাৎক্ষণিক আবেদন দাখিল করা হয়েছে।

৩. আবেদনকারী এস.এ. এক্সপোর্টস নামে একটি নিবন্ধিত ফার্মের অংশীদারদের একজন এবং প্রক্রিয়াজাত সামুদ্রিক পণ্যের ব্যবসায়ী এবং রপ্তানিকারক হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। তাদের নিবন্ধিত কর্মকর্তা ৫৪৮, যশোর রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৫। ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক বাণিজ্য মহাপরিচালক কর্তৃক উক্ত ফার্মটিকে "স্টার এক্সপোর্ট হাউস" হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত ফার্মটি বণিক-রপ্তানিকারক হিসেবেও নিবন্ধিত ছিল।

৪. আবেদনকারী বলেন যে, উক্ত ফার্মের নিজস্ব কোন প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট ছিল না, যার কারণে সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ "উৎপাদক রপ্তানিকারক" হিসেবে নয় বরং "বণিক রপ্তানিকারক" হিসেবে নিবন্ধনের শংসাপত্র জারি করেছে। এই শংসাপত্রটি অন্যান্য বিষয়ের সাথে প্রমাণ করে যে, উক্ত ফার্মটি সরাসরি সামুদ্রিক পণ্য উৎপাদনে জড়িত নয় এবং অন্যান্য যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান দ্বারা এই প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।

৫. আবেদনকারী বলেন যে, মেসার্স ভিজয় ইমপেক্স, একটি অংশীদারিত্ব সংস্থা যার নিবন্ধিত অফিস ৯ম তলায়, ইন্ডিয়া হাউস, ৬৯, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৩-এ অবস্থিত। তাদের একটি সামুদ্রিক পণ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকিং, হিমায়িত এবং সংরক্ষণের কারখানা ছিল, যার দুটি ইউনিটে প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং অবকাঠামো ছিল এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় অনুমোদন, অনুমতি এবং অনুমোদন ছিল, যার মধ্যে রপ্তানি পরিদর্শন সংস্থার অনুমোদন নং ৩১০ এবং অনুমোদন নং ৪২৫ অন্তর্ভুক্ত ছিল। মেসার্স ভিজয় ইমপেক্সের কারখানাটি ৫৪৮, যশোর রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৫-এ অবস্থিত, এটি একটি শিল্প কমপ্লেক্স যেখানে প্রায় ৪ একর জমির উপর বেশ কয়েকটি স্বাধীন উদ্যোগ রয়েছে।

২০০৪ সাল থেকে, উপরোক্ত সংস্থাটি সময়ে সময়ে মেসার্স ভিজয় ইমপেক্সের সাথে তার কাঁচামাল বিভিন্ন ধরণের হিমায়িত সামুদ্রিক পণ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং উক্ত সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত উপকরণ দিয়ে প্যাকিং করার জন্য চুক্তিতে প্রবেশ করে। চুক্তির সাপেক্ষে, সংস্থাটি চিংড়ি, চিংড়ি, গলদা চিংড়ি এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রজাতির কাঁচামাল এবং প্যাকিং উপকরণ মেসার্স ভিজয় ইমপেক্সকে সরবরাহ করতো যাতে এগুলিকে সমাপ্ত পণ্যে প্রক্রিয়াজাত করা হয়, যা পরবর্তীতে উক্ত সংস্থার আমদানিকারক/গ্রাহকদের দাবিকৃত স্পেসিফিকেশন অনুসারে প্যাক করা হত। উক্ত সামুদ্রিক পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ এবং প্যাকিং সম্পন্ন হওয়ার পর, মেসার্স ভিজয় ইমপেক্স সম্মত প্রক্রিয়াকরণ এবং প্যাকিং চার্জ প্রদানের মাধ্যমে ফার্মের কাছে হস্তান্তর করে। চুক্তিগুলি তিন বছরের জন্য বৈধ ছিল এবং মেসার্স ভিজয় ইমপেক্সের দুটি ইউনিটের প্রতিটির জন্য করা হয়েছিল। উক্ত কারখানার কর্মীরা [ব্যবস্থাপক এবং কর্মী উভয়ই]

সমস্ত বস্তুগত সময় মেসার্স বিজয় ইম্পেক্স এর কর্মচারী ছিল এবং উক্ত ফার্মের সাথে সম্পর্কিত নয়।

৬. আবেদনকারী বলেছেন যে প্রক্রিয়াকরণ চুক্তিগুলি এমপিইডিএ দ্বারা জারি করা নিবন্ধনের শংসাপত্রের উপর স্পষ্টতই ৬ ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখের চিঠির মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছিল যার নম্বর ছিল নং. আরইজিএন/৬/কোল./১০/১৫১০ মেসার্স ভিজয় ইম্পেক্সকে সম্বোধন করা একটি অনুলিপি সহ ফার্মকে অনুমোদিত।

৭. আবেদনকারী আরও বলেন যে, ফার্ম এবং মেসার্স ভিজয় ইম্পেক্সের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তাবলীর অধীনে, প্রতি বছর জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে, পক্ষগুলির সুবিধা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট মাস রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ কার্যকরী শাটডাউনের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। তদনুসারে ২০১১ সালের ১১ই জানুয়ারি মেসার্স ইউনিট-২. ভিজয় ইম্পেক্স রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলস্বরূপ, মেসার্স ভিজয় ইম্পেক্স এর ইউনিট-২-এ ফার্মের একই সরবরাহের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে।

এম/এস বিজয় ইম্পেক্স-এর ইউনিট নম্বর ২-এর হিমায়িত করার উদ্দেশ্যে কোল্ড স্টোরেজ প্লান্টে ব্যবহৃত অ্যামোনিয়া গ্যাস সম্ভবত ২৩শে জানুয়ারী, ২০১১-এর সন্ধ্যায় বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছিল, যার ফলে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত মেসার্স বিজয় ইম্পেক্সকে ইউনিট নম্বর ২-কে সিল করে দিয়ে অবহিত করা হচ্ছে।

৮. আবেদনকারী আরও যুক্তি দেখান যে সংশ্লিষ্ট সময়ে মেসার্স ভিজয় ইম্পেক্সের ইউনিট নম্বর ১-এর সঙ্গে সংযুক্ত কোল্ড স্টোরেজে প্রায় দুই টন হিমায়িত প্রক্রিয়াজাত সামুদ্রিক পণ্য পড়ে ছিল। ইউনিট নম্বর ২ থেকে অ্যামোনিয়া ফুটো হওয়ার কারণে কর্তৃপক্ষ উভয় ইউনিটের বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই আশঙ্কা করা হয়েছিল যে ইউনিট-১-এ থাকা হিমায়িত সামুদ্রিক পণ্যগুলি বিদ্যুতের অভাবে ইউনিট নম্বর ১-এ বন্ধ করা মানের শক্তির অবনতি হতে পারে এবং তদনুসারে উক্ত সংস্থাটি ২৫ জানুয়ারী, ২০১১ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছিল যে উপরোক্ত পণ্যগুলি অপসারণের অনুমতি চেয়েছিল, যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

৯. উপরোক্ত তথ্য ফাঁসের পর, একটি তথ্যের উপর ভিত্তি করে দম দম পুলিশ ২০১১ সালের ২৭ নং স্টেশন মামলা ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৬৯/২৭৮/২৮৪ ২৮৫/৩৩৬ ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার সার্ভিসেস আইনের ১১সি/১২ ধারার অধীনে শুরু করা হয়েছিল।

১০. আবেদনকারী আরও বলেন যে, আবেদনকারী এবং একজন সহ-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলাটি শুরু হওয়ার কথা অবহিত হওয়ার পর, আবেদনকারী এবং সহ-অভিযুক্ত মাহাদ ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর ৪৩৮ ধারার অধীনে এই মাননীয় আদালতের দ্বারস্থ হন, যা ২০১১ সালের সি আর এম নং ৮৭৫ হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। ১.০২.২০১১ তারিখের আদেশ অনুসারে, এই মাননীয় আদালত আবেদনকারী এবং উক্ত সহ-অভিযুক্তের উক্ত প্রার্থনা মঞ্জুর করতে পেরে সন্তুষ্ট। পরবর্তীকালে, আবেদনকারী ১১.০২.২০১১ তারিখে ব্যারাকপুরের বিজ্ঞ অতিরিক্ত প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আত্মসমর্পণ করেন এবং নিয়মিত জামিনে মুক্তি পান।

১১. তদন্ত শেষ করে তদন্তকারী সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার সার্ভিস আইনের ১১সি/১২ ধারার সাথে পঠিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৬৯/২৭৮/২৮৪ ২৮৫/৩৩৬ ধারার অধীনে ২০১১ সালের ৭১ নম্বর চার্জশিট হিসাবে অভিযুক্ত চার্জশিট দাখিল করে।

১২. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ উকিল বলেন যে-

i. উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চার্জশিটটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের একটি প্রতিরূপ ছিল এবং কোনওভাবেই প্রতিফলিত করে না যে সত্য প্রকাশ করার জন্য কোনও তদন্ত করা হয়েছিল।

ii. এখানে উপরে উল্লিখিত সংস্থা হিসাবে উল্লিখিত এস. এ রপ্তানিকে ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রকের বৈদেশিক বাণিজ্যের মহানির্দেশক এবং সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বণিক রপ্তানিকারক হিসাবে একটি স্টার এক্সপোর্ট হাউস হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে যা কথিত চার্জশিটে প্রতিফলিত হয়নি।

iii. কথিত চার্জশিটটি এই বিষয়ে একেবারেই নীরব যে কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণ একজন মেসার্স বিজয় ইম্পেক্স দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং তাই অভিযুক্ত ঘটনার ঘটনায় আবেদনকারীর কোনও ভূমিকা নেই।

iv. উক্ত সংস্থার নিজস্ব কোনও প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট ছিল কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য কোনও ধরনের তদন্ত করা হয়েছিল কিনা তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চার্জশিটে প্রতিফলিত হয় না।

v. উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চার্জশিটটি প্রতিফলিত করে না যে ওয়ার্ড "বণিক রপ্তানিকারক" এর অর্থ এবং বিস্তার খুঁজে বের করার জন্য কোনও ধরনের তদন্ত করা হয়েছিল।"

vi. তদন্ত কর্তৃপক্ষ নিবন্ধনের শংসাপত্রে পর্যায়ক্রমে প্রদত্ত "প্রস্তুতকারক রপ্তানিকারক" থেকে "বণিক রপ্তানিকারক" শব্দের উপশিরোনামের পার্থক্যকে আলাদা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

vii. সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক "বণিক রপ্তানিকারক" হিসাবে নিবন্ধনের শংসাপত্র মঞ্জুর হওয়ায় আবেদনকারীর উক্ত সংস্থাকে এখানে কোনওভাবেই সরাসরি সামুদ্রিক পণ্য তৈরিতে জড়িত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং এইভাবে উপরোক্ত অভিযুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর জড়িত থাকার প্রশ্ন এখানে উত্থাপিত হতে পারে না এবং হয় না।

viii. সংশ্লিষ্ট তদন্ত আধিকারিক এই বিষয়টি বিবেচনা করা উপযুক্ত মনে করেননি যে, আবেদনকারী যে সংস্থার অংশীদার, সেই সংস্থার দ্বারা স্বাক্ষরিত প্রক্রিয়াকরণ চুক্তিগুলি সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা নিবন্ধনের শংসাপত্রে অনুমোদিত ছিল।

ix. বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কথিত চার্জশিটের উপর নির্ভর করে অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করার সময় বুঝতে ব্যর্থ হন যে চার্জশিটের কোনও কিছুই প্রতিফলিত করে না যে আবেদনকারী ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ধারা ২৬৯-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য কোনও অপরাধ করেছেন, যার বিধানের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে "যে কেউ বেআইনীভাবে বা অবহেলা করে এমন কোনও কাজ করে যা হল, এবং যা হল তিনি জানেন বা বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে, সম্ভবত ছড়িয়ে পড়তে পারে

জীবনের জন্য বিপজ্জনক যে কোনও রোগের অন্তর্ভুক্তি ", উক্ত বিধানের অধীনে কোনও অপরাধ করার জন্য দায়বদ্ধ হবে।

x. বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন যে, আবেদনকারী বা উক্ত সংস্থা কেউই প্রক্রিয়াকরণের কাজ পরিচালনা করেন না এবং এটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৮ ধারার আওতায় পড়ে না যা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নরূপ বিধান করেঃ-"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনও জায়গায় পরিবেশের সূচনা করে যাতে তা ব্যক্তির স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হয় বা সাধারণ বাসস্থান বা পাড়ায় বহন বা ব্যবসা বা কোনও পথ দিয়ে যাওয়া তাকে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।"

xi. তদন্তকারী আধিকারিক এই বিষয়টি তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে নির্ধারিত তারিখে উক্ত ইউনিট-২ যেখানে ঘটনাটি ঘটেছিল তা রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বিবেচনার উদ্দেশ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং এই মুহূর্তে আবেদনকারীর এখানে উল্লিখিত ফার্ম মেসার্স ভিজয় ফার্মকে প্রক্রিয়াকরণের জন্য কোনও কাঁচামাল সরবরাহ করেনি।

xii. আবেদনকারী এখানে কোনওভাবেই মেসার্স ভিজয় ইমপেক্স নামে উক্ত কারখানার পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের তত্ত্বাবধান করতে বাধ্য নন, যা যেকোনো পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের রপ্তানি পরিদর্শন সংস্থা এবং সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কঠোর নজরদারি এবং তদারকির অধীনে ছিল।

xiii. উক্ত ফার্ম বা তার অংশীদাররা কেউই কারখানার মালিক ছিলেন না যেখানে উক্ত ফুটোটি ঘটে

যার ফলে তথাকথিত চার্জশিট তৈরি হয় এবং অভিযুক্ত আদেশ আইনের দৃষ্টিতে অযৌক্তিক অপরাধের বিচার করতে ব্যর্থ হয়।

xiv. বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৮৪/২৮৫ ধারার অধীনে অপরাধগুলি বিবেচনা করার সময় এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন যে, উক্ত বিধানগুলির অধীনে কোনও অপরাধ করার জন্য প্রয়োজনীয় কোনও উপাদান অভিযুক্ত চার্জশিটে প্রতিফলিত হয়নি।

xv. বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কথিত চার্জশিটে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের সাইক্লোস্টাইল পুনরুত্পাদন থেকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন যে কার্যত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩৬ ধারার অধীনে কোনও অপরাধ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে এখানে তৈরি করা হয়নি যার ফলে বিতর্কিত আদেশটি ন্যায়বিচারের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক।

xvi. বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বিবেচনা করতে ব্যর্থ হন যে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা আবেদনকারীর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিনির্বাপণ পরিষেবা আইন, ১৯৫৬ এর ধারা ১১সি/১২ এর আওতাধীন মামলা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

xvii. নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিনির্বাপণ পরিষেবা আইন, ১৮৫৬ এর ধারা ১১জে এর অধীনে অপরাধের ক্ষেত্রে মামলা শুরু করার আগে, উক্ত আইনের অধ্যায় ৩এ এর বিধান লঙ্ঘনের জন্য, আইনের ধারা ৩৫ এর অধীনে একটি নোটিশ উক্ত প্রাঙ্গণের মালিক বা দখলকারীকে জারি করতে হবে। এই বিশেষ আইনের অধীনে কার্যক্রম শুরু করার জন্য পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত এই নোটিশটি তাৎক্ষণিক মামলায় জারি করা হয়নি। এটি একটি স্বীকৃত

যে ঘটনার আগে আবেদনকারী বা কোনও সহ-অভিযুক্তকে উক্ত আইনের ৩৫ ধারার অধীনে কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি এবং তাই উক্ত আইনের অধীনে মামলা শুরু করা যাবে না।

xviii. এই আইনের ৩৫ ধারার অধীনে নোটিশটি মেনে না চলার জন্য আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি এবং অন্য কোনও মামলাও নথিভুক্ত করা হয়নি কারণ উক্ত কার্যালয় থেকে কখনও এই ধরনের কোনও নোটিশ জারি করা হয়নি।

xix. আইনের পদ্ধতি অনুসরণ না করে অর্থাৎ উক্ত আইনের ৩৫ ধারার অধীনে নোটিশ প্রদান না করে মামলা দায়ের করা এবং ফলস্বরূপ তা অমান্য করা ন্যায়বিচারের উপহাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং উক্ত কারণে, কার্যধারা অবিলম্বে বাতিল হওয়ার যোগ্য।

xx. বিষয়টির যে কোনও পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধগুলি বিবেচনা করে অভিযুক্ত চার্জশিট এবং অভিযুক্ত আদেশ আইনের দৃষ্টিতে অযৌক্তিক এবং ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যগুলি সুরক্ষিত করার জন্য বাতিল করা এবং বাতিল করা দায়বদ্ধ।

১৩. ২০০৮ সালের ৬ই অক্টোবর উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে বলা হয়েছে যেঃ-

"মেসার্স ভিজেই ইম্পেক্স, একটি নিবন্ধিত অংশীদারিত্ব সংস্থা, যার অফিস 69, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, 9ম তলা, ইন্ডিয়া হাউস, কলকাতা 700013-এ অবস্থিত। এর প্রতিনিধিত্ব করেন তার অংশীদার মিঃ কিশোর ভি সামতানি, প্রয়াত বাশদেব পি সামতানির পুত্র, 1-B, মিন্টো পার্ক, কলকাতা 700027-এ বসবাস করেন, এরপর থেকে "অধ্যাপক" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে (যদি না এটি প্রেক্ষাপট বা অর্থ, এর উত্তরসূরি এবং নিয়োগকারীদের সাথে বিরূপ হয়)।

এবং

মেসার্স এস এ এক্সপোর্টস, একটি নিবন্ধিত অংশীদারিত্ব যার নিবন্ধিত অফিস ৫৪৮ যশোর রোড, কলকাতা ৭০০০৫৫, এর অংশীদার মিঃ নাসির দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা আহমেদ খান, পুত্র লেফটেন্যান্ট হাজী আব্দুল গফুর আহমেদ খান ৪/১, জে কে-তে বসবাস করছেন ঘোষ রোড, বেলগাছিয়া, কলকাতা ৭০০০৩৭, এরপরে যাকে বলা হয় "মার্চেন্ট রপ্তানিকারক "(কোন অভিব্যক্তিটি অন্তর্ভুক্ত থাকবে যদি না এটি -এর বিপরীত হয়। প্রসঙ্গ বা এর অর্থ এর উত্তরসূরি এবং বরাদ্দ।)

ক. বণিক রপ্তানিকারক বিভিন্ন ধরনের হিমায়িত মেরিনো পণ্য রপ্তানির ব্যবসায় নিযুক্ত;

খ. ভিজয় ইমপেক্স অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রেও নিয়োজিত, যার নিজস্ব ব্যবসা এবং মুনাফা অর্জনের জন্য সামুদ্রিক পণ্য প্রক্রিয়াকরণ, হিমায়িতকরণ এবং প্যাকিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং অবকাঠামো রয়েছে। এর রয়েছে সামুদ্রিক পণ্য প্রক্রিয়াকরণ, হিমায়িতকরণ এবং প্যাকিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং অবকাঠামো এবং এর রফতানি পরিদর্শন সংস্থা (EIA) অনুমোদন নং 310, 548 যশোর রোড, কলকাতা-700055-এ অবস্থিত কারখানায় কোল্ড স্টোরেজ সুবিধা।

গ বাণিজ্যিক রপ্তানিকারক বিভিন্ন ধরনের হিমায়িত মেরিনো পণ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকিং এবং সংরক্ষণের জন্য মেসার্স ভিজয় ইম্পেক্সের সুবিধা এবং দক্ষতাকে কাজে লাগাতে ইচ্ছুক।

ঘ. বিজয় ইম্পেক্স মার্চেন্ট এক্সপোর্টার কর্তৃক প্রদত্ত কাঁচামালকে বিভিন্ন ধরনের হিমায়িত মেরিনো পণ্যে প্রক্রিয়াকরণ করতে এবং মার্চেন্ট এক্সপোর্ট দ্বারা প্রদত্ত প্যাকিং উপকরণের সাথে এখানে থাকা শর্তাবলীর ভিত্তিতে প্যাক করতে সম্মত হয়েছে।

.....

১.৩ 'প্রাঙ্গণ' মানে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা-৫৫-এর ৫৪৮ যশোর রোডে অবস্থিত বিজয় ইম্পেক্স প্রসেসিং-কাম-কোল্ড স্টোরিং ফ্যাক্টরি।

১.৪ 'প্রক্রিয়াকরণ চার্জ' মানে এই চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে বিজয় ইম্পেক্স কর্তৃক গৃহীত সমস্ত ক্রিয়াকলাপের জন্য এই চুক্তির ধারা ৪ অনুসারে মার্চেন্ট রপ্তানিকারক কর্তৃক মেসার্স বিজয় ইম্পেক্সকে প্রদেয় চার্জ।

১. ৫ 'কাঁচা মাল' বলতে বোঝায় এবং এর মধ্যে রয়েছে গলদা চিংড়ি, চিংড়ি এবং হোলফিশ, এবং অন্যান্য প্রধান পণ্য যা বণিক রপ্তানিকারক দ্বারা বিজয় ইম্পেক্সে সরবরাহ করা হয় এবং সময়ে সময়ে এই

চুক্তির অধীনে উল্লিখিত প্রাঙ্গনে হিমায়িত পণ্যগুলিতে প্রক্রিয়াকরণ এবং প্যাকিং করার উদ্দেশ্যে।

২. চুক্তির পরিধি

এই চুক্তির সময়কালে অর্থাৎ ০১.১০.২০০৯ থেকে ৩০.০৯.২০১২ পর্যন্ত বিজয় ইম্পেক্স বণিক রপ্তানিকারক কর্তৃক সংগ্রহ করা কাঁচামাল হিমায়িত পণ্যগুলিতে প্রক্রিয়াকরণ করবে, প্যাকিং উপকরণগুলিতে এটি প্যাক করবে এবং মেসার্স কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করবে বিজয় ইম্পেক্স, প্রাঙ্গনে, এই চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে। চুক্তির উপরের মেয়াদে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারখানার এক মাসের জন্য স্বাভাবিক বন্ধের সময়কাল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সাধারণত কাঁচামালের প্রাপ্যতা এবং পক্ষগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির উপর নির্ভর করে জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে নেওয়া হয়। মার্চেন্ট এক্সপোর্টার এই চুক্তির অধীনে মেসার্স ভিজয় ইম্পেক্স দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবাগুলি এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদানের জন্য এখানে বর্ণিত প্রক্রিয়াকরণ চার্জ প্রদান করবে।

.....

৫. ধারকের মূল্য

৩০ দিন পর্যন্ত জিনিসপত্র সংরক্ষণের জন্য কোনও অতিরিক্ত খরচ হবে না। যদি জিনিসপত্র ৩০ দিনের বেশি রাখা হয়, তাহলে প্রতি কার্টন প্রতি কেজি ১.৫ টাকা করে অতিরিক্ত খরচ হবে। প্রতি মাসে বা তার কিছু অংশে।

৬. সেই মাসের উৎপাদনের জন্য মার্চেন্ট এক্সপোর্টার প্রতি পাক্ষিক প্রক্রিয়াকরণ চার্জ প্রদান করবে এবং সময়মতো অর্থ প্রদানই হবে চুক্তির সারমর্ম।

৭. সমস্ত ই. এল. এ পরিদর্শন ফি এবং পরীক্ষার ফি মার্চেন্ট রপ্তানিকারকরা বহন করবেন।

৮. কারখানায় সামগ্রী পরিবহনের সময় এবং চালান করার সময় সমস্ত লোডিং এবং আনলোডিং চার্জ বণিক রপ্তানিকারক দ্বারা বহন করা হবে।"

১৪. সম্পাদিত চুক্তিতে বনায়ন হিসাবে অনুরূপ পদগুলি বর্ণনা করা হয়েছে

১২ই নভেম্বর, ২০১০ তারিখে দলগুলির মধ্যে। দলগুলির ঠিকানা বর্তমান আবেদনকারী মেসার্স বিজয় ইম্পেক্স-এর মালিকানাধীন প্রক্রিয়াজাত হিমায়িত সামুদ্রিক পণ্যগুলি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রাঙ্গণটি ব্যবহার করেছিলেন, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ৫৪৮, যশোর রোড, কলকাতা-৭০০০৫৫-এ অবস্থিত বিজয় ইম্পেক্স প্রসেসিং কোল্ড স্টোরেজ ফ্যাক্টরি, পূর্বোক্ত চুক্তির ৪,৫,৬,৭ এবং ৮ ধারায় নির্ধারিত মূল্যে, যা নিম্নরূপ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ-

"৪) প্রসেসিং, প্যাকিং এবং স্টোরেজ চার্জ নিম্নরূপ হবেঃ

ক. এইচএলটি, স্ক্যাম্পি, হোয়াইট এবং ব্রাউন-এ হেডলেস শেলের জন্য মার্কিন চালানের জন্য সমাপ্ত পণ্যের জন্য প্রতি কেজি এবং অন্যান্য চালানের জন্য ১৮/- টাকা প্রতি কেজি।

খ. পি. ইউ. বি/পি. টি. ও/পি & ডি চিংড়ি প্রতি কেজি ১২/- টাকা। সমাপ্ত পণ্যের উপর।

গ. সমস্ত মাছের আইটেম প্রতি কেজি ৯/- টাকা। সমাপ্ত পণ্যের উপর।

ঘ. মাথা থেকে মাথা ছাড়া প্রতি কেজি ৩.৫০ টাকা।

৫) ৩০ দিন পর্যন্ত সঞ্চয় খরচ উপকরণ সংরক্ষণের জন্য কোনও অতিরিক্ত খরচ হবে না। যদি উপাদান ৩০ দিনের বেশি রাখা হয় তবে প্রতি ক্যান্টনে প্রতি কেজি অতিরিক্ত ১.৫০ টাকা খরচ হবে। প্রতি মাসে বা তার কিছু অংশে।

৬) সেই মাসের উৎপাদনের জন্য প্রতি পনেরো দিনে মার্চেন্ট রপ্তানিকারক প্রসেসিং চার্জ প্রদান করবেন এবং সময়মতো অর্থ প্রদানই হবে চুক্তির সারমর্ম।

৭) সমস্ত ই.. এল. এ পরিদর্শন ফি, সমস্ত ধরনের পরীক্ষার ফি, বণিক রপ্তানিকারকরা দ্বারা বহন করা হবে।

৮) কারখানায় সামগ্রী পরিবহনের সময় এবং চালান করার সময় সমস্ত লোডিং এবং আনলোডিং চার্জ বণিক রপ্তানিকারক বহন করবেন।"

১৫. পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার সার্ভিসেস আইনের ১১সি/১২ ধারায় নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ

১১গ. অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রদানের জন্য উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের মালিক বা দখলকারী-(১) মালিক বা, যেখানে মালিকের সন্ধান পাওয়া যায় না, সেখানে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ভবন বা তার অংশের দখলকারী সেই ভবন বা তার অংশে অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রদান করবে এবং দখলকারী এই অধ্যায় বা তার অধীনে তৈরি বিধি অনুসারে সর্বদা ভাল মেরামত ও দক্ষ অবস্থায় অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই অধ্যায় কার্যকর হওয়ার তারিখের অব্যবহিত পূর্বে যে কোনও তারিখে যে ভবন বা তার অংশের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে দখলকারী এবং এই অধ্যায় কার্যকর হওয়ার ঠিক আগের তারিখে যে ভবন বা তার অংশের নির্মাণ কাজ চলছে, সেই ক্ষেত্রে মালিক ৩৫ ধারার অধীনে প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত অতিরিক্ত অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং তা সম্পাদন করবেন।

(২) উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের মালিক বা দখলকারী, ক্ষেত্রমত, পরিচালক বা মনোনীত কর্তৃপক্ষের কাছে নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি ছাড়পত্রপ্রাপ্ত সংস্থা কর্তৃক জারি করা নির্ধারিত ফর্মে একটি 'অগ্নি নিরাপত্তা শংসাপত্র' জমা দেবেন।

(৩) রাজ্য সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে অবহিত উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলির যে কোনও শ্রেণী বা শ্রেণীর ক্ষেত্রে পরিচালক বা উচ্চতর মনোনীত কর্তৃপক্ষের দ্বারা 'অগ্নি নিরাপত্তা শংসাপত্র'-এর বাধ্যতামূলক অনুমোদনের প্রয়োজন হতে পারেঃ

শর্ত থাকে যে পরিচালক বা উচ্চতর মনোনীত কর্তৃপক্ষ হবে না যে কোনও 'অগ্নি নিরাপত্তা শংসাপত্র' অনুমোদন করে যদি না সে সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয় বৈদ্যুতিক স্থাপনার নিরাপত্তা এবং এই

ধরনের ভবনের মালিক বা দখলকারী দ্বারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সরবরাহের ব্যবস্থা সহ অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

(৪) সকল উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের বাসিন্দারা প্রতি বছর পরিচালক বা মনোনীত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভবনের প্রহরী ও তত্ত্বাবধায়ক কর্মীদের অংশগ্রহণে একটি মক ফায়ার ড্রিল পরিচালনা করবেন এবং পরিচালক বা মনোনীত কর্তৃপক্ষকে, ক্ষেত্রমত, এই মহড়ার কার্য সম্পাদনের একটি সনদ প্রদান করতে হবে।

(৫) কোনও ব্যক্তি এই ধরণের কোনও ভবন বা এর অংশে স্থাপিত কোনও অগ্নি প্রতিরোধ বা অগ্নি নিরাপত্তা সরঞ্জামের সাথে হস্তক্ষেপ, পরিবর্তন, অপসারণ, বা কোনও আঘাত বা ক্ষতি করতে পারবেন না বা অন্য কোনও ব্যক্তিকে তা করতে প্ররোচিত করতে পারবেন না।

.....

১২. ছাড়পত্র ব্যতীত বিপজ্জনক পদার্থ সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রাঙ্গণ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ-এই আইন বলবৎ থাকা কোনও এলাকার কোনও প্রাঙ্গণ নির্ধারিত পরিমাণের বাইরে বিপজ্জনক পদার্থ সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে না, যদি না এর মালিক বা দখলকারী এর আগে বিপজ্জনক পদার্থ সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়াকরণ করতে না পারেন আগে থেকে কালেক্টর দ্বারা একটি ছাড়পত্র মঞ্জুর করা হয়েছে।"

১৬. পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিনির্বাপণ (দমকল) ও জরুরি পরিষেবাকাশীপুর ফায়ার স্টেশনের স্টেশন অফিসারের দায়ের করা ২৪.০১.২০১১ তারিখের অভিযোগটি দমদম পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছেঃ-

"প্রিয় মহাশয়,

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের অ্যামোনিয়া প্ল্যান্ট থেকে রাত প্রায় ০৪.১০ তারিখ ২৩.০১.২০।।-এ প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক হচ্ছিল যার ফলে পুরো এলাকাটি অ্যামোনিয়া গ্যাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কার্যক্রম চলাকালীন দেখা গেছে যে সিলিন্ডার/গ্রাহকে সৃষ্ট ফাটল মারাত্মক ঘটনার কারণ হয়েছিল।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে এই প্রতিষ্ঠানটি অগ্নি নিরাপত্তা শংসাপত্র/ফায়ার সার্ভিস ছাড়পত্র ছাড়াই চলছে এবং ১৯৯৬ সালে সংশোধিত পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার সার্ভিসেস অ্যাক্ট, ১৯৫০-এর ধারা ১১সি, ১২ লঙ্ঘন করেছে। এটি একটি আমলযোগ্য অপরাধ এবং উপরোক্ত আইনের ১১জে, ১১এল এবং ২৬ ধারার অধীনে এবং আইপিসির প্রাসঙ্গিক ধারার অধীনে জামিনযোগ্য নয়।

শ্রী কিশোর ভি. সামতানির বিরুদ্ধে এফ. আই. আর দায়ের করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে, শ্রী আনিস আহমেদ খান এবং শ্রী নাসির আহমেদ খান উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক/অংশীদার/দখলদার বলে জানা গেছে এবং জননিরাপত্তার স্বার্থে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।"

১৭. রাজ্যের পক্ষে শিক্ষিত উকিল বলেন যে এস. এ. রপ্তানির ছিল ২৫শে জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে দমদম পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানায় যে তারা উক্ত বিজয় ইম্পেক্সের সাথে তাদের কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের হিমায়িত সামুদ্রিক পণ্যে একটি চুক্তি করেছে এবং তাদের সরবরাহ করা প্যাকিং উপাদান দিয়ে তা প্যাক করেছে।

১৮. রাজ্যের পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি দ্বারা আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে প্রাঙ্গণ নং ৫৪৮ একটি বড় জমি, যার মধ্যে ১২ বিঘা-রও বেশি জমি রয়েছে। মেসার্স বিজয় ইম্পেক্সের দুটি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা/প্ল্যান্ট ইউনিট নং । এবং ইউনিট নং ॥ ছিল উক্ত প্রাঙ্গণ নং ৯৪৮, যশোর রোডের একটি অংশে। এস. এ. রপ্তানিরা ৪০০ বর্গক্ষেত্রের একটি এলাকা ইজারা নিয়েছিল। ৯৪৮, যশোর রোডের একটি অংশে অবস্থিত একটি বিল্ডিং, যা ফার্মের নিবন্ধিত অফিস হিসাবে মেসার্স বিজয় ইম্পেক্সের পূর্বোক্ত ইউনিটগুলি থেকে পৃথক করা হয়েছিল। উক্ত প্রাঙ্গণ নং ৫৪৮, জেস রোড এ অন্য অংশে অন্যান্য অফিস, কারখানা এবং ব্যবসায়িক প্রাঙ্গণ ছিল।

১৯. রাষ্ট্রের বিদ্বান উকিল বলেন, যেহেতু আবেদনকারীর প্রাঙ্গণের একটি অংশ তার নিয়ন্ত্রণে ছিল, তাই নিবন্ধিত কার্যালয়টি ঘটনার স্থানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ ছিল এবং তার অবহেলার জন্য দায়বদ্ধ ছিল, যদিও তিনি ঘটনার স্থান এর মালিক বা দখলকারী ছিলেন না।

২০. স্বীকারযোগ্য যে, ০৪৮, যশোর রোড, কলকাতা-৭০০০৫৫ এ অবস্থিত কারখানায় কোল্ড স্টোরেজ সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল, যেখানে হিমায়িত সামুদ্রিক পণ্যগুলির প্রক্রিয়াকরণ প্যাকেজিং এবং সংরক্ষণের পাশাপাশি পরিচালিত হয়েছিল যা মেসার্স বিজয় ইম্পেক্সও ব্যবহার করেছিলেন। "চুক্তির সুযোগ", পক্ষগুলির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির একটি শর্ত হিসাবে উল্লিখিত হিসাবে বলা হয়েছে যে "মার্চেন্ট এক্সপোর্টার মেসার্স বিজয় ইম্পেক্স দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবাগুলির জন্য এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদানের জন্য এখানে বর্ণিত প্রক্রিয়াকরণ চার্জ প্রদান করবে চুক্তির অধীনে ।

২১. সুরক্ষাবিধি মেনে চলা সহ উপরোক্ত কোল্ড স্টোরেজ কারখানার রক্ষণাবেক্ষণ আবেদনকারীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি যা চুক্তির শর্তাবলী থেকে স্পষ্ট হবে যে বনভূমি হিসাবে এবং অভিযুক্ত অপরাধের জন্য দায়বদ্ধ হতে পারে না।

২২.হরিয়ানা রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম ভজন লাল এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে, সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ-

“১০২. চতুর্দশ অধ্যায়ের অধীনে কোডের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিধানের ব্যাখ্যার পটভূমিতে এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা কোডের ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত একাধিক সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক বর্ণিত আইনের নীতিগুলির পটভূমিতে, যা আমরা উপরে সংগ্রহ করেছি এবং পুনরুত্পাদন করেছি, আমরা নিম্নলিখিত বিভাগগুলির মামলাগুলি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দিচ্ছি যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের সুরক্ষার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে, যদিও কোনও

---

১. ১৯৯২ (১) এসসিসি ৩৩৫

করা সম্ভব নাও হতে পারে সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পর্যাপ্ত চ্যানেলযুক্ত এবং অনমনীয় নির্দেশিকা বা কঠোর সূত্র এবং অগণিত ধরণের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দিতে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত।

(১) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগে উত্থাপিত অভিযোগগুলি, এমনকি যদি সেগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হয় এবং মুখবন্ধভাবে গ্রহণ করা হয়, তবে প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে না।

(২) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে এবং এফআইআর-এর সাথে থাকা অন্যান্য উপকরণ, যদি থাকে, কোনও আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে না, যা কোডের ধারা ১৫৬(১) এর অধীনে পুলিশ অফিসারদের দ্বারা তদন্তকে ন্যায্যতা দেয়, তবে কোডের ধারা ১৫৫(২) এর আওতাভুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত।

(৩) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে উত্থাপিত অকাট্য অভিযোগ এবং এর সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ কোনও অপরাধ সংঘটন প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে না।

(৪) যেখানে, এফআইআর-এর অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে না বরং কেবল একটি আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে, সেখানে কোডের ধারা ১৫৫(২) এর অধীনে বিবেচিত ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা কোনও তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয় না।

(৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে উত্থাপিত অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যে, যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও এই ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে।

(৬) যেখানে কোড বা সংশ্লিষ্ট আইনের (যার অধীনে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়) কোনও ধারায় প্রতিষ্ঠান এবং কার্যক্রমের ধারাবাহিকতার উপর স্পষ্ট আইনি বাধা রয়েছে এবং/অথবা যেখানে

ধারাবাহিকতা এবং/অথবা যেখানে রয়েছে কোড বা সংশ্লিষ্ট আইনের নির্দিষ্ট বিধান, যা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার প্রদান করে।

(৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে উপস্থিত করা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কারণে তাকে উপেক্ষা করার লক্ষ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারাটি চালু করা হয়।

২৩. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে অভিযোগে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে 'অপরাধের সাথে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট স্পষ্ট কার্যকলাপ' প্রকাশ করা হয়নি, তিনি ৫৪৮, যশোর রোড, কলকাতা-৭০০০৫৫ নম্বর প্রাঙ্গণের অংশের মালিক বা দখলকারী ছিলেন না, যেখানে একটি কোল্ড স্টোরেজ কারখানা অবস্থিত ছিল। আবেদনকারী একজন বণিক রপ্তানিকারক হিসেবে হিমায়িত সামুদ্রিক পণ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং এবং সংরক্ষণের সুবিধা ব্যবহার করেছিলেন এবং ঘটনাস্থলের মালিক বা দখলকারীও ছিলেন না। আবেদনকারী চুক্তিতে বর্ণিত মূল্য পরিশোধ করেছিলেন, পূর্বোক্ত প্রাঙ্গণটি ব্যবহারের জন্য। আবেদনকারীকে চুক্তি অনুসারে প্রাঙ্গণটি রক্ষণাবেক্ষণ এবং পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিনির্বাপণ পরিষেবা আইন অনুসারে সুরক্ষার বিধান মেনে চলার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। আবেদনকারীর নিজস্ব কোনও উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট না থাকায় তাকে 'বণিক রপ্তানিকারক' হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল।

২৪. তাছাড়া, কোম্পানিটিকে পক্ষ করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিনির্বাপণ পরিষেবা আইনের ধারা ৩৫ এর নোটিশ প্রদানের বিধানগুলি মেনে চলা হয়নি। বিচারের অনুমতি দেওয়া এবং তা চালিয়ে যাওয়া আইনের অপব্যবহারের সামিল হবে।

২৫. তদনুসারে, তাৎক্ষণিক ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদন অনুমোদিত।

২৬. দমদম থানা মামলা নং ২৭, ২০১১ তারিখের ২৪.০১.২০১১ তারিখের, ২০১১ সালের জি.আর. নং ৫৪২, যা ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ২৬৯/২৭৮//২৮৪/২৮৫/৩৩৬ এবং পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিনির্বাপণ আইনের ধারা ১১সি/১২ এর অধীনে ব্যারাকপুরের তৃতীয় আদালতে বিচারাধীন, বাতিল করা হলো।

২৭. সংযুক্ত আবেদনপত্র যদি থাকে, তাহলে তাও সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে।

২৮. খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

২৯. প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সম্মতির জন্য এই রায়ের অনুলিপি বিজ্ঞ বিচারিক আদালত এবং সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ করা হোক।

৩০. সকল পক্ষকে এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই রায়ের সার্ভার কপির উপর কাজ করতে হবে।

(বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal